জলসংকট আলিপুরদুয়ারে

হাহাকার লঙ্কাপাড়ায়

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ১০ সেপ্টেম্বর : আলিপুরদুয়ারের বীরপাড়ার অচল লঙ্কাপাড়া চা বাগানে পানীয় জলের সংকট চরমে উঠেছে। বিশেষ করে সুকুন্তি লাইন, ৮ নম্বর লাইন, পিএম লাইন সহ বেশ কয়েকটি এলাকায় চার হাজার মানুষ পানীয় জল পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর। পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে গত শুক্রবার সভা করে আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা। এলাকার বাসিন্দা তথা লঙ্কাপাড়া চা বাগানের কর্মহীন সিনিয়ার স্টাফ অশোক প্রধান বলেন, 'এলাকায় দু'একটি গভীর নলকূপ বসিয়ে পাম্পের সাহায্যে জল তোলার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু সেগুলি থেকে এখন জল মিলছে না। চারদিকে জলের হাহাকার শুরু হয়েছে।'

ভুটান সীমান্তবর্তী লঙ্কাপাড়া চা বাগান সহ সন্নিহিত এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা বরাবরই রয়েছে। এর আগে আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনের তরফে 'আপনার বাগানে প্রশাসন' কর্মসূচি চলাকালীন পানীয় জলের সমস্যা মেটানোর জন্য প্রশাসনের কাছে দাবি জানান স্থানীয়রা। পরবর্তীতে, ওই চা বাগানের ডিকে লাইনে পিএইচই-র পানীয় জলের প্রকল্প তৈরির কাজ শুরু হয়। তবে কাজ এখনও শেষ হয়নি। জলের সমস্যা মেটাতে এর আগে একাধিকবার এলাকার বাসিন্দারা নিজেরাই চাঁদা দিয়ে কিনে এনেছেন প্লাস্টিকের পাইপ। এলাকার যুবকরা স্বেচ্ছাশ্রমে সেই পাইপগুলি পাহাড়ের ঢাল বরাবর বসিয়ে দূরের পাহাড়ের ঝরনার থেকে জল আনার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু বৃষ্টি হতেই জলের তোড়ে পাইপলাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই চা বাগানের ৫ নম্বর লাইন, ২০ নম্বর লাইন, লঙ্কাপাড়া বাজার, এলবি লাইন, এসবি লাইনেও মাঝে মাঝে জলের সমস্যা দেখা দেয়। তবে এখন ঝরনার জল থাকায় পাইপের মাধ্যমে ওই এলাকায় জল আসছে। কিন্তু চরম সংকট দেখা দিয়েছে ফ্যাক্টরি লাইন, ৮ নম্বর লাইন, সুকুন্তি লাইন, ১৪ নম্বর লাইন, পিএম লাইন, নিউ আট নম্বর লাইনে। অশোকবাবু বলেন, 'জলের জন্য কখনও গভীর নলকূপ মেরামত করতে হচ্ছে, কখনও পাম্প মেরামত করতে হচ্ছে, কখনও পাহাড়ে পাইপ বসাতে হচ্ছে। এজন্য পকেটের টাকা খরচ করতে হচ্ছে। কিন্তু আমাদের পক্ষে সারাবছর জলের জন্য পকেটের টাকা খরচ করা সম্ভব নয়।' লঙ্কাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিনেশ রাই বলেন, 'সুকুন্তি লাইনে সৌরবিদ্যুৎচালিত পাম্প খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। ফলে জল পাচ্ছে না কয়েক হাজার মানুষ। আবার ওই এলাকাগুলি ভুটান সীমান্ত থেকে অনেকটা দূরে অবস্থিত হওয়ায় পাইপের মাধ্যমে ঝরনার জল সরবরাহ করা যাচ্ছে না। ফলে চার-পাঁচ কিমি পথ পাড়ি

লঙ্কাপাড়া বাগানে জলসংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছেন এক বাসিন্দা। – সংবাদচিত্র

দিয়ে জল সংগ্রহ করতে হচ্ছে এলাকাবাসীকে।' স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, এর আগে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর সহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের তরফে কয়েকটি গভীর নলকূপ বসানোর ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু জলস্তর নেমে যাওয়ায় এগুলির বেশিরভাগ থেকে জল মিলছে না। সৌরবিদ্যুৎচালিত পাম্পটিও বিকল হয়ে পড়েছে। কারখানা এলাকায় চা বাগান কর্তৃপক্ষের একটি গভীর নলকূপ রয়েছে। লঙ্কাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিনেশ রাই বলেন, 'উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে সব জানানো হয়েছে। আমরা পিএইচই-র পানীয় জলের প্রকল্পটি তৈরির কাজ দ্রুত শেষ করার দাবি জানিয়েছি।'

জল কিনে খাচ্ছে হান্টাপাড়া

নীহাররঞ্জন ঘোষ ● মাদারিহাট

১০ সেপ্টেম্বর : মাদারিহাটে একদিকে মারাত্মক পানীয় জলের অপচয় হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অন্যদিকে, ৭ কিলোমিটার দূরে হান্টাপাড়া চা বাগানে পানীয়ে জলের সংকটে ভুগছেন শ্রমিকরা। সেখানে জল কিনে খেতে হচ্ছে। শ্রমিকরা বলছেন, জল সংগ্রহের জন্য মাত্র আধ ঘণ্টা সময়ে পরিবার পিছু মাসে ১৫০ টাকা করে হান্টাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে জমা করতে হয়।

ওই বাগানের শ্রমিক মানু ওরাওঁ বলেন, 'সবচেয়ে খারাপ অবস্থা বেগুনবাড়ি ও বিচভাগা ডিভিশনে। বেগুনবাড়ি ডিভিশনের তিনটি শ্রমিক লাইনের প্রায় ৫০০ পরিবার একটি মাত্র পাম্প বসানো কল থেকে জল সংগ্রহের সুযোগ পান। সারাদিনে একটি পরিবারের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয় মাত্র আধ ঘণ্টা সময়। ওই সময়ের মধ্যে যতটুকু জল সংগ্রহ করতে পারবেন তাই দিয়েই খাওয়া স্নান করা, কাপড় কাচা, শৌচকর্ম, গবাদিপশুর খাবার জল ব্যবহার সবই করতে হয়।' এমন ভয়ংকর পরিস্থিতি ২০১৫ সালে যখন বাগান বন্ধ হয়েছিল সেইসময় থেকেই চলছে বলে শ্রমিকদের দাবি। দেড় বছর আগে বাগান খুলে গেলেও পরিস্থিতির আর পরিবর্তন হয়নি বলে অভিযোগ।

হান্টাপাড়া চা বাগানে জল নেওয়ার জন্য লাইন। – সংবাদচিত্র

বিচভাগা লাইনের বন্ধন ওরাওঁ জানান, একটি পরিবারে ৫ থেকে ৮ জন সদস্য রয়েছেন। ওই আধ ঘণ্টা সময়ে আর কত জল সংগ্রহ করা যায়। জল রাখতে প্রচুর জেরিক্যান বা ড্রাম রাখতে হয়। আবার ছোটো একটি কোয়ার্টারে জল রাখারও সমস্যা। বেগুনবাড়ি ডিভিশনের পঞ্চায়েত সদস্য অরুণ মিনজ বলেন, 'নিখিল নির্মল জেলাশাসক থাকার সময় এই বাগানে আপনার বাগানে প্রশাসন কর্মসূচি পালন করা হয়েছিল। ওই সময় জলের সমস্যা সহ একাধিক দাবি তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। দ্রুত পানীয় জলের সমস্যার সমাধান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু আজও কোনো সমস্যার সমাধান হয়নি। সারাদিনে একটি পরিবারকে আধ ঘণ্টা জল নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। ওই আধ ঘণ্টায় কি সারাদিনের জন্য জল সঞ্চয় করে রাখা সম্ভব? প্রশাসনের সকলেই জানেন। জেলাপরিষদেও জানানো হয়েছে।

বাগান সূত্রে জানা গিয়েছে, বাগান বন্ধের সময় যে পরিমাণ বিদ্যুৎ বিলের টাকা বকেয়া পড়েছিল ওই টাকা এখন প্রতি মাসে শ্রমিকদের বেতন থেকে ৪০০ টাকা করে কেটে নেওয়া হচ্ছে। আবার জল কেনা বাবদ শ্রমিকদের দিতে হচ্ছে ১৫০ টাকা প্রতি মাসে।

ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী সারথি ওরাওঁ জানায়, কোনোদিনও টিফিনের পর ক্লাস করতে পারে না সে। জল সংগ্রহের জন্য বাড়ি চলে আসতে হয়। সে জানায়, বেগুনবাড়ি ডিভিশনে তাদের বাড়ি। এই ডিভিশনের বোলো লাইন, বৈদর লাইন ও হাসপাতাল লাইনের প্রায় ৫০০ পরিবার রয়েছে। আর এই ৫০০ পরিবারের জন্য হান্টাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে এখানে একটি পাম্প বসানো হয়েছে। আধ ঘণ্টা করে প্রত্যেক পরিবারের জন্য সময় বরাদ্দ।

হান্টাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান জেরম মুন্ডা বলেন, 'জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর থেকে বাগানের ১৩ নম্বর সেকশনে পানীয় জলপ্রকল্পের কাজ চলছে। ওই প্রকল্প চালু হলে আশা করা যায় জলের সমস্যা মিটে যাবে।' আলিপুরদুয়ার জেলাপরিষদের সভাধিপতি শীলা দাস সরকার বলেন,'বাগানে পিএইচই কাজ করছে। চলতি বছরের মধ্যেই ওই কাজ শেষ হওয়ার কথা। প্রকল্পটি চালু হলে সমস্যা মিটে যাবে।'

সুকরেইতি নদীর ঘাটে করমপুজোর বিসর্জন উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা। – সংবাদচিত্র

আচারে-অনুষ্ঠানে উদ্‌যাপিত করমপুজো

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১০ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গজুড়ে নানাবিধ আচার ও উৎসবের মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত হল আদিবাসী সম্প্রদায়ের করমপুজো। নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে এবার পুজো কমিটিগুলিকে আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়। ব্লকের হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার করমঘাটে পুজো উপলক্ষ্যে প্রায় ১০০টি গরিব পরিবারের হাতে নতুন জামাকাপড় ও খাবার তুলে দেওয়া হয়। বাগডোগরা চা বাগানের কাদোপানি ফুটবল মাঠে সকাল থেকেই পুজো শুরু হয়। সারারাত আদিবাসী নাচ-গানের মধ্য দিয়ে উৎসব চলে। এছাড়াও হাঁসখোয়া, গঙ্গারাম, মুনি, তাইপু, কমলপুর চা বাগানের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষও এই পুজোয় অংশ নেন।

মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের কোচবিহার চা বাগান এলাকায়ও করমপুজো হয়। সোমবার রাত থেকে ধামসা-মাদলের তালে আদিবাসী নাচে এলাকার মানুষ পুজোয় মেতে ওঠেন। পাশাপাশি রসিকবিল বনবস্তি এলাকায় বিভিন্ন বয়সের আদিবাসী পুরুষ ও মহিলারা শোভাযাত্রা করে করম ডাল কেটে এনে পঞ্চম পরিকল্পনা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে স্থাপন করেন। এখানেও প্রথা মেনে সারারাত আদিবাসী সম্প্রদায়ের নিজস্ব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এছাড়াও মেটেলি উচ্চবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে মেটেলি ব্লক করমপুজো কমিটির তরফে সাংস্কৃতিক আনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উদ্বোধন করেন রাজ্যের মন্ত্রী গৌতম দেব। উপস্থিত ছিলেন, তৃণমূলের জেলা সভাপতি কিষান কল্যাণী, বিডিও সুমা বড়াল, জেলাপরিষদের কর্মাধ্যক্ষ আশ্রিতা লাকড়া প্রমুখ। অনুষ্ঠানের আয়োজকদের পক্ষে জোশেফ মুন্ডা, বেলা কুজির প্রমুখ জানালেন, করমপুজোকে কেন্দ্র করে এলাকার মানুষকে আনন্দ দেওয়ার জন্যই এই আনুষ্ঠানের উদ্যোগ।

মঙ্গলবার তুমুল উচ্ছ্বাসের আবহে ডুয়ার্সজুড়ে শেষ হল করমপুজোর বিসর্জন পর্ব। প্রকৃতির উপাসক আদিবাসীদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই উৎসবে বিসর্জনঘাটগুলি এদিন আক্ষরিত অর্থেই হয়ে ওঠে মিলনমেলা। অন্যান্য ভাষাভাষী ও সম্প্রদায়ের মানুষও এতে শামিল হন। ডুয়ার্সের ওদলাবাড়ির ঘিস, মালবাজারের রাজা চা বাগান লাগোয়া শুখা ঝোরা, মেটেলির কূর্তিঝোরা, নাগরাকাটার জলঢাকা নদী, চামুর্চির ভুটান লাগোয়া সুকরেইতি নদীর ঘাটেও এদিন করম রাজার বিসর্জন উপলক্ষ্যে কাতারে কাতারে মানুষ জড়ো হন। সোমবার সন্ধে থেকে করম গাছের তিনটি ডালকে এক সুতোয় বেঁধে সর্বজনীন মণ্ডপে কিংবা গৃহস্থ বাড়িতে পুজো করার পর এদিন সকাল থেকেই শুরু হয়ে যায় করম বিদায়ের পালা। সঙ্গে ছিল আদিবাসীদের পরম্পরাগত লোকনৃত্য ও লোকসংগীত। ধামসা, মাদলের তালে মুখরিত হয়ে ওঠে প্রতিটি বিসর্জনের ঘাটই। লালপাড়ের হলুদ শাড়ি আর কানে করম দেবতাকে নিবেদিত জাওয়া ফুল (অঙ্কুরিত দানাশস্য) গোঁজা মহিলাদের গলায় ছিল সাদরি ভাষায় ঈশ্বরের আবাহনের গান।

ডুয়ার্সে করমপুজো সর্বজনীন হিসাবে শুরু হয়েছে ২০০৭ সাল থেকে। ২০১২ সাল থেকে ফি বছর এই পুজোয় আদিবাসী সম্প্রদায়দের জন্য সরকারি ছুটিও ঘোষণা করা হচ্ছে। সবেতন ছুটি মিলছে চা বাগানেও। যে কারণে সব বাগানের চা শ্রমিকরাই এদিন বিসর্জনঘাটগুলিতে উপস্থিত হতে পেরেছিলেন। ডায়নার সবচেয়ে বড়ো বিসর্জনের অনুষ্ঠানে দিনভর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। নাচে-গানে শামিল হতে দেখা যায় স্থানীয় সাংসদ জন বারলাকেও। ওই নদীর ঘাটে অন্তত ৬০টি চা বাগান থেকে আদিবাসীরা জড়ো হন। নাগরাকাটার গাঠিয়া চা বাগানে পুজোর আয়োজন করেছিলেন বিধায়ক শুক্রা মুন্ডা। করম গবেষক তথা আদিবাসী বিকাশ পরিষদের রাজ্য কমিটির কার্যনির্বাহী সভাপতি তেজকুমার টোপ্পো বলেন, 'ভাদ্র মাসের একাদশী তিথি অর্থাৎ সোমবার যে করমপুজো হয়েছে তার নাম রাজি করম। এটা চলবে গোটা আশ্বিন মাস পর্যন্ত। এর বাইরে ওরাওঁ সম্প্রদায়দের মধ্যে বুড়ি, ইন্দু, তুষগো, জিতিয়া ও সাঁওতালদের মধ্যে জাওয়া, মরা, ঘারোয়া, চেলা-র মতো আরও নানা করমপুজোর চল রয়েছে। শস্যশ্যামলা প্রকৃতির আর্জিও করমপুজোর একটি লক্ষ্য।

শুধু যে চা বাগান বা বনবস্তিতেই করমপুজো হয়েছে তা নয়, আদিবাসী অধ্যুষিত অন্যান্য এলাকাতেও দেখা গিয়েছে পুজোকে ঘিরে উৎসবের মেজাজ। ময়নাগুড়ির রামশাইয়ের করমপুজোয় শামিল হন গরুমারার মেদলা ওয়াচ টাওয়ারে বেড়াতে আসা পর্যটকরাও। সেখানে তো রীতিমতো মেলা বসে যায়।

গাঁজার আড্ডায় পড়ুয়ারা

তুফানগঞ্জ, ১০ সেপ্টেম্বর : স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের একাংশ গাঁজা খেয়ে নেশা করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, তারা তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের অন্দরান ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত উল্লারঘাট এলাকার। শ্মশানঘাট সংলগ্ন স্থানে এসে তারা নেশা করছে।

উদ্‌বেগ উল্লারঘাটে

প্রায় প্রতিদিনই সকাল ৮টা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত ওখানে বসে গাঁজা খায় তারা। এব্যাপারে প্রশাসন ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে। উদ্‌বিগ্ন স্থানীয়রা। স্থানীয় বাসিন্দা মদন দাস ও রঞ্জিত বর্মন বলেন, প্রয়োজনে শ্মশান সংলগ্ন রাস্তায় মাঝেমধ্যেই যেতে হয়। প্রায় প্রতিদিনই ওখানে বসে গাঁজা খায় স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের একাংশ। কিছু বলার সাহস পাই না। এইভাবে ছেলেগুলির ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাক আমরা চাই না। অন্দরান ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল বলেন, 'বিষয়টি জানি না। খোঁজ নিচ্ছি। ওখানে কাউকে গাঁজার আড্ডা বসাতে দেব না। খুব শীঘ্রই এটা বন্ধ করতে হবে।' এ ব্যাপারে তুফানগঞ্জ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জ্যাম ইয়াং জিম্বা বলেন, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' – *সংবাদ নিউজ সার্ভিস*

পঞ্চানন বর্মার তিরোধান দিবস

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১০ সেপ্টেম্বর : মঙ্গলবার পঞ্চানন বর্মার তিরোধান দিবস উপলক্ষ্যে উত্তরবঙ্গজুড়ে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দিনহাটার লাইব্রেরি চত্বরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পঞ্চানন বর্মার জীবন ও কর্ম বিষয়ে বক্তব্য রাখেন একাধিক বিশিষ্টজন। জিসিপিএ-র মাথাভাঙ্গা-২ ব্লক কমিটির তরফেও ব্লকজুড়ে দিনটি পালিত হয়। জিসিপিএ-র মেটেলি ব্লক কমিটির তরফে শালবাড়ির গোবিন্দপাড়ায় নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মাথাভাঙ্গা মনীষী পঞ্চানন বর্মা ট্রাস্টের উদ্যোগে মাথাভাঙ্গা ঝংকার ক্লাবে 'পঞ্চানন বর্মা মেধা পুরস্কার' প্রদান করা হয়। শীতলকুচির বিধায়ক হিতেন বর্মন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। পুণ্যভূমি খলিসামারি মনীষী পঞ্চানন বর্মা মেমোরিয়াল অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্টের উদ্যোগে এদিন খলিসামারিতে রক্তদান, স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করা হয়। ভোটপট্টি উত্তরাস্রোত হরিমন্দির প্রাঙ্গণেও একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আলিপুরদুয়ারের শালকুমারহাটেও মনীষী পঞ্চানন বর্মা স্মৃতিরক্ষা কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কমিটির সভাপতি অনাথবন্ধু রায় ও সম্পাদক সুবলচন্দ্র রায় বক্তব্য রাখেন। মেচকোকা ঠাকুর পঞ্চানন স্মৃতি সংঘের উদ্যোগে হরিপুর প্রাথমিক স্কুল প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বৃক্ষরোপণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা হয়। লাটাগুড়ির মনীষী পঞ্চানন বর্মা স্মারক সমিতির উদ্যোগে সুকান্ত সংঘের হলঘরে দিনটি পালিত হয়। খড়িবাড়ি পঞ্চানন স্মারক সমিতির উদ্যোগে খড়িবাড়ি ক্লাব ও লাইব্রেরিতে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এসজেডিএ-র চেয়ারম্যান বিজয়চন্দ্র বর্মন। পঞ্চানন বর্মার জীবন, আদর্শ নিয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপক ডঃ দিলীপকুমার রায়। চোপড়ার মাঝিয়ালি পঞ্চায়েতেও দিনটি পালন করা হয়। ফুলবাড়ি ও বড় শৌলমারিতেও মঙ্গলবার পঞ্চানন বর্মার তিরোধান দিবস পালিত হয়। মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের নয়ারহাট, কুর্শামারি ও চেনাকাটায় নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হল মনীষী পঞ্চানন বর্মার তিরোধান দিবস। এদিন পঞ্চানন বর্মার তিরোধান দিবস উপলক্ষ্যে জটেশ্বর বোর্ড প্রাথমিক স্কুলে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে ৩৯ জন রক্তদান করেন। এর পাশাপাশি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিও পালিত হয়। পঞ্চানন বর্মার তিরোধান দিবস পালনের পাশাপাশি এদিন উত্তরবঙ্গের অনেক জায়গায় গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের ২২তম প্রতিষ্ঠা দিবসও পালন করা হয়।

ময়নাগুড়ি টেকাটুলি ময়দানে পঞ্চানন বর্মার তিরোধান দিবস উপলক্ষ্যে রক্তদান শিবির হয়। পঞ্চানন বর্মার একটি আবক্ষমূর্তিও উন্মোচন করা হয়। ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিবম রায় বসুনিয়া, কামতাপুর পিপলস পার্টির (ইউনাইটেড) সভাপতি নিখিল রায় প্রমুখ এদিন উপস্থিত ছিলেন। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদে তৃণমূলের জলপাইগুড়ি শহর এসসি এসটি কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠান হয়। ধূপগুড়ি নিয়ন্ত্রিত বাজার চত্বরে পঞ্চানন বর্মার মূর্তির পাদদেশে অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। পূর্ব মাগুরমারির ঠাকুর পঞ্চানন স্মারক সমিতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। ধূপগুড়ি ব্লকের শালবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয় চত্বরে পঞ্চানন বর্মার জীবনী নিয়ে আলোচনা সভা হয়।

টাকা বরাদ্দ হয়নি স্কুল চত্বর সাফাইয়ের নির্দেশে বিতর্ক

পূর্ণেন্দু সরকার ● জলপাইগুড়ি

১০ সেপ্টেম্বর : মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে ডুয়ার্সের স্কুলগুলিকে তাদের চত্বর সাফাই করার নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা দপ্তর। জলপাইগুড়ি জেলার মাল মহকুমার মাটিয়ালি, নাগরাকাটা, মাল ব্লক ছাড়াও ধূপগুড়ি ব্লকের বানারহাট, বিন্নাগুড়ি ব্লকের প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক স্কুলগুলিকে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জেলার অন্য এলাকার স্কুলগুলিকে একই নির্দেশ দেওয়া হলেও সেগুলির ক্ষেত্রে সেভাবে চাপ দেওয়া হয়নি। শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশে বলা হয়েছে, নিজ নিজ স্কুল চত্বর বা প্রাঙ্গণে জঙ্গল, ঝোপঝাড় থাকলে সেগুলি দ্রুত সাফাই করে ফেলতে হবে। কিন্তু,এখনও পর্যন্ত এজন্য টাকা বরাদ্দ না হওয়ায় স্কুল কর্তৃপক্ষগুলির মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। স্কুলের সাফাই অভিযানের জন্য কোথা থেকে টাকা আসবে তা নিয়ে বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে টানাপোড়েন চলছে। সংশ্লিষ্ট এলাকার কয়েকটি স্কুলের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের বক্তব্য, 'সাফাই কে করবে বলা হলেও টাকা কোথা থেকে আসবে বলা নেই।'

এই বিষয়ে নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সম্পাদক বিপ্লব ঝা বলেন, 'প্রাথমিক স্কুলগুলি হাইস্কুলের মতো সরকারি অর্থসাহায্য পায় না। তাছাড়া আমরা যেটুকু টাকা পাই তা দিয়ে জঙ্গল সাফাই করা সম্ভব নয়। জেলা প্রশাসন চাইলেই ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প থেকে প্রতি মাসে স্কুলগুলির ঝোপঝাড় সাফাই করতে পারে।'

পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক বিদ্যালয় সমিতির জেলা সভাপতি নির্মল সরকার বলেন, 'সম্প্রতি স্কুলগুলিতে নির্মল বাংলা কর্মসূচিতে স্কুল চত্বর সাফাই করা হয়। সব স্কুল সমান টাকা পায় না। তবে অনেক স্কুল তাদের কন্টিনজেন্সি ফান্ড থেকে সাফাই করতেই পারে।

জেলা স্কুল পরিদর্শক (মাধ্যমিক) স্বপন সামন্ত বলেন, 'স্কুলের নিজস্ব ফান্ড থেকেই এই সাফাইয়ের কাজ করতে হবে। স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশেই আমরা স্কুলগুলিকে নির্দেশ দিয়েছি।'

জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা: জগন্নাথ সরকার বলেন, 'ডুয়ার্সের সংশ্লিষ্ট ব্লকের বহু জায়গাতেই মশাবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব বেড়েছে। তাই শিক্ষা দপ্তরকে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে টাকা কে দেবে তা জানি না।' জেলা প্রশাসনের স্বাস্থ্য বিভাগের আধিকারিক প্রদীপ মজুমদার জানান, 'গত মাসেই পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে মশাবাহিত রোগ নির্মূল করতে সচেতনতা প্রচারের জন্য কিছু টাকা দেওয়া হয়েছিল বলে জানি।'

জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক সজল তামাং বলেন, 'আমাদের কাছে জুলাই মাসে মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে ব্লক ও স্কুলগুলিকে কিছু আর্থিক সাহায্য দিতে বলা হয়েছিল। আমরা সেটা দিয়েছি। তবে এখনকার সাফাই অভিযান নিয়ে টাকার বিষয়ে কিছু জানি না।'

এদিকে স্কুলগুলির বক্তব্য, পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে মশাবাহিত রোগ নির্মূল করতে সচেতনতা প্রচারের জন্য সামান্য কিছু অর্থ দেওয়া হয়েছিল। স্কুলগুলির নিজেদেরই ফান্ড নেই। কীভাবে সাফাই করা হবে বলা কঠিন। জেলাশাসক অভিষেক তিওয়ারি বলেন, 'এই সমস্যার বিষয়ে আমাকে কেউ কিছু জানায়নি। তবে ১০০ দিনের কাজের মধ্যে সাফাইয়ের কাজ করা যায় কিনা সে বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করা যেতে পারে।'

পরিকাঠামোর সমস্যায় কমছে পড়ুয়া

লাটাগুড়ি, ১০ সেপ্টেম্বর : মাল ব্লকের পূর্ব লাটাগুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিকাঠামো ও বিবিধ সমস্যার জেরে পড়ুয়ার সংখ্যা কমছে। বর্তমানে খাতায়-কলমে সংখ্যা ৩৫ হলেও প্রতিদিন গড়ে মাত্র ১৫ জন পড়ুয়া উপস্থিত থাকে। লাটাগুড়ি পঞ্চায়েতের পূর্ব লাটাগুড়ি ফরেস্ট লাগোয়া বিদ্যালয়টি এলাকার অন্যতম প্রাচীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। বর্তমানে স্কুলে মাত্র তিনজন শিক্ষক আছেন। বিদ্যালয় সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন বিদ্যালয় ভবনের সংস্কার না হওয়ায় শ্রেণিকক্ষের পলেস্তরা উঠে গিয়েছে। পানীয় জলের কলটি দীর্ঘদিন ধরে খারাপ থাকায় পড়ুয়ারা সমস্যায় পড়েছে। স্কুলে ঢোকার রাস্তাটিও ভীষণ খারাপ। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ভাস্কর ডাকুয়া বলেন, 'আমাদের বিদ্যালয়টি প্রায় জঙ্গলঘেঁষা ও রেললাইনের ধারে অবস্থিত। রেললাইনের ওপারের পড়ুয়ারা আমাদের স্কুলে সেভাবে ভরতি হচ্ছে না। আগে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অনেকটাই বেশি ছিল বলে শুনেছি। সমস্যাগুলো লিখিত আকারে উপরমহলে জানিয়েছি।' মাল পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি মহুয়া গোপ বলেন, 'পঞ্চায়েত থেকে দ্রুত পানীয় জলের সমস্যার সমাধান করে দেওয়া হবে। পরিকাঠামোগত সমস্যাগুলো দূর করে এবং শিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটিয়ে পড়ুয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি করার ব্যাপারেও নজর দেওয়া হবে।' মাল দক্ষিণ অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সঞ্জীবকুমার সেন বলেন, 'বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলব। পড়ুয়ার সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপারে পদক্ষেপ করা হবে।'

পূর্ব লাটাগুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়

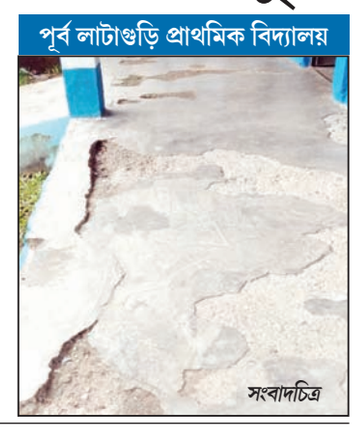
সংবাদচিত্র